এক নজরে ই-এপোস্টিল (ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট সত্যায়ন) সিস্টেম

প্রেক্ষাপট

বিদেশগামী নাগরিকদের ডকুমেন্ট সত্যায়নের দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিল প্রক্রিয়ার অবসান ঘটিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মানসম্মত সেবা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গত ২৯ জুলাই ২০২৪ খ্রি. তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে Hague Apostille Convention 1961 এ পক্ষভুক্ত হয়। এই আন্তর্জাতিক কনভেনশনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বিদেশগামী নাগরিকদের সার্টিফিকেট ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সত্যায়নের প্রক্রিয়াকে আধুনিক ও ডিজিটাল করতে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরসমূহের সমন্বয়ে ০১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. সকল (১১টি) শিক্ষা বোর্ড, ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল ইনস্টিটিউট (১৫৪টি) এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সকল পুলিশ সুপারের কার্যালয়, জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সেবা সমূহকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

২৯ জানুয়ারি ২০২৫খ্রি. তারিখ মাননীয় উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইলেকট্রনিক এপোস্টিল (e-Apostille) কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বর্তমানে মাইগভ (myGov) প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নাগরিকগণ ঘরে বসেই অনলাইনে একাডেমিক সনদ, জন্মনিবন্ধন সনদ, বৈবাহিক সনদ, পুলিশ ক্লিয়ারেন্সসহ বিভিন্ন সরকারি কাগজপত্র/ডকুমেন্ট কোন প্রকার ভোগান্তি ছাড়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে অনলাইনে সত্যায়ন করতে সক্ষম। ই-এপোস্টিল কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর মাইগভ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রায় ১৪ মাসে (০৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত) ১৭,৯৯,৪০৩টি আবেদন অনলাইনে নিষ্পত্তি করা হয়, যা ডিজিটাল সেবার অগ্রযাত্রায় একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।

সেবা প্রক্রিয়া:

(১) আবেদনকারী কর্তৃক মাইগভ প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে আবেদন

⇨

(২) সংশ্লিষ্ট সনদ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডকুমেন্ট যাচাই-বাছাই এবং নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তর/মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

⇩

(৩) নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তর/মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনলাইনে ডকুমেন্ট যাচাই ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

⇦

(৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক QR কোড যুক্ত ইলেকট্রনিক এপোস্টিল (e-Apostille) তৈরি।

কার্যকারিতা ও বহুমুখী সুবিধা:

বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি:	এপোস্টিল কনভেনশন ১৯৬১ এ পক্ষভুক্ত ১১৪টি দেশ কর্তৃক স্বীকৃতি।
আর্থ ও সময় সাশ্রয়:	বিভিন্ন দপ্তর, মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসে গিয়ে ডকুমেন্ট সত্যায়নের খরচ ও সময়ের ব্যাপক সাশ্রয়।
মধ্যস্বত্বভোগী মুক্ত সেবা:	দালাল, মধ্যস্বত্বভোগী ও জালিয়াতিমুক্ত ডিজিটাল সেবা।
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা:	সময়সীমা বদ্ধ (time bound) অনলাইন সেবা ও QR কোড ভিত্তিক যাচাই পদ্ধতি।
সুবিধাজনক প্রক্রিয়া:	দীর্ঘ লাইনের পরিবর্তে ঘরে বসে অনলাইনেই আবেদন ও সেবা গ্রহণ।
সার্বক্ষণিক (২৪/৭) সাপোর্ট সুবিধা:	মাইগভ কারিগরি সহায়তা ফরম এবং ৩৩৩ কল সেন্টারের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তথ্য ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তির সুবিধা।

অন্তর্ভুক্ত সেবা:

- ✓ ইউনিক সেবা: ৪৩টি, সেবা ফর্ম: ৯৯টি

অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থা:

মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থা	সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থা	সংখ্যা
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১
আইন মন্ত্রণালয়	১	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১
পুলিশ সুপারের কার্যালয়	৬৪	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	১
জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়	৬১	বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল ইনস্টিটিউট	১৫৪
		শিক্ষা বোর্ড	১১

myGov
এক ঠিকানায় সরকারি সেবা

ধারনাপত্র

'মাইগভ (myGov)' একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যা সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারী সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে তথ্য ও সেবা আদান-প্রদানে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এ প্ল্যাটফর্ম (www.mygov.bd) ব্যবহার করে একজন সেবাগ্রহীতা কোন প্রকার ভোগান্তি ছাড়া প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্তি ও পেমেন্টসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঘরে বসে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। একই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর উক্ত আবেদন অনলাইনে নিষ্পত্তির পর কাঙ্ক্ষিত সেবাটি সেবাগ্রহীতার ড্যাশবোর্ডে প্রেরণ করে। মাইগভ প্ল্যাটফর্মে সেবাগ্রহীতা ঘরে বসে আবেদনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং উক্ত সেবা সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ (রেটিং) করতে পারেন। এভাবে, মাইগভ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভোগান্তি ছাড়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবাগ্রহীতা তাঁর কাঙ্খিত সেবাটি অনলাইনে গ্রহণ করতে পারেন। এর মাধ্যমে এক ঠিকানায় সরকারি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

এক নজরে 'মাইগভ':

ক্রম	বিষয়	বিবরণ
০১	**সমন্বিত ও কেন্দ্রীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম**	মাইগভ একটি সমন্বিত ও কেন্দ্রীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত সেবা সহজে অনুসন্ধান, সেবা সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তি, নির্ভুলভাবে আবেদন এবং অনলাইনে সেবা গ্রহণ করা যায়।
০২	**ঘরে বসে আবেদন ও সেবা প্রাপ্তি**	যে কোন সময়ে, যে কোন স্থান থেকে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও পেমেন্টসহ ঘরে বসে অনলাইনে আবেদন ও কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ করা যায়।
০৩	**আবেদনের ট্র্যাকিং ও রেটিং**	নাগরিক ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে আবেদন রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং এবং সেবা প্রাপ্তির পর মতামত প্রকাশ/ রেটিং করা যায়।
০৪	**অনলাইন পেমেন্ট সুবিধা**	মাইগভ প্ল্যাটফর্মে 'ekpay' একীভূত থাকায় বিভিন্ন ধরনের পেমেন্ট অনলাইনে করার সুযোগ রয়েছে।
০৫	**মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণ**	এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেবা গ্রহীতার সাথে সেবা প্রদানকারী দপ্তরের সরাসরি সংযোগের সুযোগ থাকায় মধ্যস্বত্বভোগী/দালালের দৌরাত্ম্য দূর করা সম্ভব হয়েছে।
০৬	**ডিজিটাল স্বাক্ষর**	ডিজিটাল স্বাক্ষরের সুযোগ থাকায় সুরক্ষিত ও বৈধভাবে ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করা যায়। এতে সেবা হয় দ্রুত, কাগজবিহীন এবং বিশ্বাসযোগ্য।
০৭	**QR কোডযুক্ত ডকুমেন্ট**	মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জেনারেটেড সকল সেবা/ডকুমেন্ট QR কোডযুক্ত হওয়ায় স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ, বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে
০৮	**ডিজিটাল লকার সুবিধা**	অনলাইনভিত্তিক লকার সংযুক্ত থাকায় নাগরিকের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের সুযোগ থাকছে। বিভিন্ন সময় সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বার বার তথ্য সরবরাহ করতে হয় না।
০৯	**কল সেন্টার সহায়তা**	সার্বক্ষণিক নিবেদিত কল সেন্টার (৩৩৩) এর মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রাপ্তি এবং আবেদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরণের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের সুযোগ রয়েছে।
১০	**ব্যবহারকারী বান্ধব প্রসেস ইঞ্জিন ও ওয়ার্কফ্লো ডিজাইন**	মাইগভ এর ব্যবহারকারী বান্ধব প্রসেস ইঞ্জিন ও ওয়ার্কফ্লো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রশাসনিক কার্যপ্রবাহকে সহজ ও অধিক গতিশীল করেছে।
১১	**চাহিদাভিত্তিক সেবা ডিজাইন ও এন্ড টু এন্ড ডিজিটাইজেশন**	সরকারি সেবা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনাপূর্বক তাদের প্রকৃত চাহিদা মোতাবেক বিল্ডিং ব্লকস প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেবা ডিজাইন ও সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়।
১২	**নাগরিক মতামতের ভিত্তিতে মানোন্নয়ন**	সেবা প্রাপ্তির পর নাগরিকের মতামত/সন্তুষ্টি প্রকাশ ও অভিযোগ দাখিলের সুযোগ থাকায় তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক সেবার মানোন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।
১৩	**অফিস সময়ের বাইরে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ**	অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম হওয়ায় জরুরি প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের পরেও যেকোন স্থান থেকে আবেদন গ্রহণ ও সেবা প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ থাকছে। এতে সেবা প্রদান ব্যবস্থায় গতিশীলতা এসেছে।
১৪	**সার্বক্ষণিক টেকনিক্যাল সাপোর্ট**	দপ্তরের সমস্যা সমাধানে সার্বক্ষণিক কারিগরী সাপোর্ট প্রদানের জন্য মাইগভ টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম নিয়োজিত রয়েছে।
১৫	**ডাটা সংরক্ষণ, সার্ভার নিরাপত্তা, স্পেস ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ**	বাংলাদেশ গভার্নমেন্ট ক্লাউড সার্ভারে ডাটা সংরক্ষণের ফলে ডাটা স্পেস ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা নিশ্চয়তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেবা প্রদানকারী দপ্তরকে অতিরিক্ত কোন অর্থ ব্যয় করতে হবে না।

মাইগভ ই-টিকিটিং ধারণাপত্র

বিদ্যমান সরকারি সেবা ব্যবস্থায় ইতিবাচক সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে নাগরিক সেবাসমূহ দ্রুততম সময়ে অনলাইনকরণের মাধ্যমে হয়রানিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক সেবা নিশ্চিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের মাইগভ প্লাটফর্মের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তদধীন দপ্তর-সংস্থার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হচ্ছে । 'মাইগভ' প্লাটফর্মের (www.mygov.bd) মাধ্যমে সেবাদান প্রক্রিয়া সহজীকরণসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

দেশের সকল দর্শনীয়স্থান/পর্যটনস্থলসমূহের টিকিট ব্যবস্থাপনা একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের (eticketing.mygov.bd) মাধ্যমে ই-টিকিটিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে মাইগভ ই-টিকিটিং প্ল্যাটফর্মের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে ঢাকায় অবস্থিত লালবাগ কেল্লায় ৩০ জুন ২০২৫ থেকে, জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে ১২ নভেম্বর ২০২৫ থেকে এবং ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ষাট গম্বুজ প্রত্নস্থল ও বাগেরহাট জাদুঘরে ই-টিকিটিং সেবা চালু রয়েছে।

মাইগভ ই- টিকিটিং এর প্রেক্ষাপটঃ

বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় ৫৩৬টি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি রয়েছে। তন্মধ্যে মহাস্থানগড়, ময়নামতি ও শালবন বিহার, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, সীতাকোট বিহার, কান্তজীউ মন্দির, ছোট সোনা মসজিদ, ষাটগম্বুজ মসজিদ, ভাসুবিহার, বারোবাজার, লালবাগ দুর্গ প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি ও প্রত্নস্থল। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ৩১টি জাদুঘর ও প্রত্নস্থল প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে পরিদর্শনের জন্য চালু রয়েছে। এসব জাদুঘর ও প্রত্নস্থলে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহ পরিদর্শন করে দেশী ও বিদেশী দর্শনার্থী, ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকগণ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে থাকেন এবং এসব জাদুঘর ও প্রত্নস্থলের দর্শনার্থী সংখ্যা বছরে প্রায় ৪০-৫০ লক্ষ। এসব প্রত্নস্থলের দর্শনার্থীদের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টিকিট প্রদান করা হয়।

বন অধিদপ্তরের অধীনে উল্লেখযোগ্য কিছু পর্যটনস্থল রয়েছে যেখানে দর্শনার্থীরা টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে প্রবেশ করে থাকেন। যেমন- জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর, বলধা গার্ডেন, গাজীপুর সাফারি পার্ক, ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক, ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, এবং ইকোপার্ক, সীতাকুন্ড উল্লেখ্যযোগ্য । জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানসূত্রে জানা যায় বছরে প্রায় ৮ লক্ষ দর্শনার্থী জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান দর্শন করেন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরে চিড়িয়াখানা রয়েছে যেখানে বছরে অনেক দর্শনার্থী টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে এসব চিড়িয়াখানা ঘুরতে যান। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা সূত্রে জানা যায় বছরে প্রায় ৩০-৪০ লক্ষ দর্শনার্থী জাতীয় চিড়িয়াখানা, ঢাকা দর্শন করে থাকে।

এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় পর্যটন কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন , জেলা পরিষদ ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন পর্যটন স্পট রয়েছে যেখানে দর্শনার্থীদের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টিকিট সংগ্রহ করতে হয়।

বাংলাদেশের সকল দর্শনীয়স্থান/পর্যটনস্থলসমূহের টিকিট ব্যবস্থাপনা একটি কেন্দ্রীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ই-টিকিটিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ৩১টি জাদুঘর ও প্রত্নস্থল এবং জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের টিকিট অনলাইনে প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ অধিদপ্তরে এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের মাইগভ টিমের কারিগরি সহযোগিতায় মাইগভ ই-টিকিটিং প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে লালবাগ কেল্লায় ই-টিকিটিং সেবা চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ এবং এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের সকল পর্যটনস্থল সমূহের টিকিট বিক্রয় এই কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ই-টিকিটিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে।

myGov
এক ঠিকানায় সরকারি সেবা

মাইগভ ই -টিকিটিং প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহঃ

ক্রম	বিষয়	বিবরণ
০১	**ই-টিকিটি সেবা চালুকরণে সময় ও অর্থের সাশ্রয়**	মাইগভ ই-টিকিটিং প্ল্যাটফর্মটিতে সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন সকল দর্শনীয়স্থান/পর্যটনস্থলসমূহের অনলাইন টিকিট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম খুব সহজে ও দ্রুত সময়ে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব । এর জন্য আলাদা আলাদা সিস্টেম বানানোর প্রয়োজন নেই বিধায় সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে।
	সহজে ও স্বল্প সময়ে টিকিট ক্রয় সুবিধা	যে কোনো সময়, যে কোনো স্থান থেকে অনলাইনে টিকিট ক্রয় করা যায়। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট ক্রয়ের বিড়ম্বনা নেই।
০২	**অনলাইন পেমেন্ট সুবিধা**	অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে টিকিট ক্রয়ের কারণে অর্থ সরাসরি সরকারি কোষাগার কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। সেবা প্রদানকারী দপ্তর পেমেন্ট ভেরিফিকেশন এবং বিভিন্ন ফরমেটে রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারবেন।
০৩	**রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা**	দর্শনার্থী এবং টিকিট বিক্রয় সংক্রান্ত রিপোর্ট তাৎক্ষণিকভাবে সিস্টেম হতে পাওয়া যায়।
০৪	**মনিটরিং ড্যাশবোর্ড**	মনিটরিং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ই-টিকিটিং প্রক্রিয়া মনিটরিং করতে পারবেন।
০৫	**দর্শনীয় স্থানসমূহের অনলাইন প্রচারঃ পর্যটন শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখা**	ই-টিকিটিং প্ল্যাটফর্মে দেশের সকল পর্যটনস্থলসমূহের তথ্য, ছবি, ভিডিও আপলোড করার সুবিধা থাকায় তা দেশি- বিদেশী দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করবে এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশে সহায়তা করবে। এছাড়া কত জন বিদেশী কিংবা বিদেশী পর্যটক বছরের কোন সময়ে দেশের কোন কোন পর্যটনস্থল পরিদর্শন করেছেন তা সিস্টেম হতে জানা যাবে যা পর্যটন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে।
০৬	**ব্যবহারবান্ধব অভিজ্ঞতা**	মোবাইল, ট্যাব বা কম্পিউটার সব ধরণের ডিভাইস থেকেই টিকিট ক্রয় করা যায়। অনলাইনে ডাউনলোডকৃত QR কোডযুক্ত টিকিটের কপি প্রবেশগেটে প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রবেশ সুবিধা থাকায় টিকেট প্রিন্ট করা আবশ্যক নয়।
০৭	**সহায়ক অনলাইন কাউন্টার সুবিধা**	যারা সরাসরি অনলাইনে টিকিট কিনতে অক্ষম (যেমনঃ প্রযুক্তি ব্যবহারে অনভিজ্ঞ, ইন্টারনেট সুবিধাবঞ্চিত) তাদের জন্য সহায়ক অনলাইন কাউন্টার সুবিধা রয়েছে। যা ই-টিকিটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়।
০৮	**জনবল ও অর্থের স্বাশ্রয়**	ম্যানুয়াল অপারেশনের চেয়ে কম জনবলে অনলাইন টিকিটিং বাস্তবায়ন সম্ভব । অনলাইনে ক্রয়কৃত টিকিট প্রিন্ট করার আবশ্যকতা না থাকায় প্রিন্টিং ব্যয় সাশ্রয় হবে।
০৯	**QR কোডযুক্ত অনলাইন টিকেট**	মাইগভ প্ল্যাটর্মের মাধ্যমে জেনারেটেড সকল সেবা/ডকুমেন্ট/ টিকেট QR কোডযুক্ত হওয়ায় তা সংরক্ষণ ও স্ক্যানিং এর মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব।
১০	**কল সেন্টার সহায়তা**	সার্বক্ষণিক কল সেন্টার (৩৩৩) এর মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান করা হয়।
১১	**সার্বক্ষণিক টেকনিক্যাল সাপোর্ট**	সেবা প্রদানে কোন কারিগরি সমস্যা হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তা সমাধানে মাইগভ টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করে।
১২	**ডাটা সংরক্ষণ, সার্ভার নিরাপত্তা, স্পেস ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ**	বাংলাদেশ গভার্নমেন্ট ক্লাউড সার্ভারে ডাটা সংরক্ষণের ফলে ডাটা স্পেস ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা নিশ্চয়তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেবা প্রদানকারী দপ্তরকে অতিরিক্ত কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না।

myGov
এক ঠিকানায় সরকারি সেবা

মাইগভ প্ল্যাটফর্মে ই টিকিটিং এর ধাপসমূহ:

a2i innovate for all
Cabinet Division
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
UNDP